chronic disease news

বর্ষ ৬ সংখ্যা ১ আগস্ট ২০১৪

a newsletter of icddr,b Centre for Control of Chronic Diseases in Bangladesh

সিসিসিডি'র ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ও প্রধান গবেষক হিসেবে ডা. দেওয়ান শামসুল আলম এর দায়িত্ব গ্রহণ ২

শিশুদের এ্যাজমা: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ৩

প্রি-হাইপারটেনশন: বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ৪

বাংলাদেশের ধুমপায়ীদের মাঝে সিওপিডি-র ব্যপকতা ৪

বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগের গবেষণায় দক্ষতা তৈরী: সেন্টার ফর কন্ট্রোল অফ ক্রনিক ডিজেজের (সিসিসিডি) গত বারো মাসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহ ৫

জিওহেলথ নেটওয়ার্কের সদস্যদের বৈঠক ৬

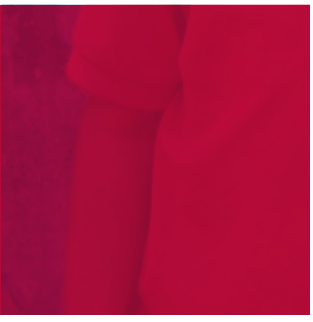

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠক,

ক্রনিক ডিজিজ নিউজ এর দশম সংখ্যায় আপনাদের স্বাগতম। এটি আইসিডিডিআর,বি'র সেন্টার ফর কন্ট্রোল অফ ক্রনিক ডিজিজেস (সিসিসিডি) এর নিউজ লেটার। সিসিসিডি যুক্তরাষ্ট্রের গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অফ ইউনাইটেড হেল্থ গ্রুপ এবং ন্যাশনাল হার্ট লাং এবং ব্লাড ইনস্টিটিউট (এনএইচএলবিআই) এর একটি সেন্টার অফ একসিলেন্স, যার লক্ষ্য হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অসংক্রামক রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রন করা।

নিউজলেটারের এই সংখ্যায় আমরা বাংলাদেশের প্রি হাইপারটেনশন, সিওপিডি রোগের প্রকোপ এবং শিশুদের এ্যাজমা এর উপর সিসিসিডি'র সাম্প্রতিক গবেষনার ফলাফল তুলে ধরেছি। গ্রাম ও শহরে আমরা বিভিন্ন গবেষনা পরিচালনা করছি। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে অসংক্রামক রোগ এবং এর প্রধান ঝুকি সমুহের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের উপায় নির্ণয়। তথ্যভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়নকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে আমরা গ্রহনযোগ্য ইনটারভেনশন তৈরীর চেষ্টা করছি।

২০১৩ সালে সিসিসিডি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যার মধ্যে গবেষণার ফলাফল প্রচারও অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিয়মিত বিজ্ঞান ভিত্তিক সেমিনার ও টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজারি গ্রুপের সভার পাশাপাশি দুইটি বিশেষ প্রচারণামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় যেখানে নীতি নির্ধারক, পেশাজীবী, গবেষক ও এনসিডি খাতে দাতা সংস্থা ও বিভিন্ন গনমাধ্যমের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে এনএইচএলবিআই এর গ্লোবাল হেল্থ অফিসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ড. ক্রিস্টিনা রাবাদান ডেল এই সেন্টার অব এক্সিলেন্স পরিদর্শন করেন এবং সিসিসিডি গবেষক ও শিক্ষানবিশদের বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল নিয়ে মতবিনিময় করেন।

বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগের গবেষণায় একটি দক্ষ জনগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার জন্য সিসিসিডি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা এখন পযর্ন্ত ৩০ জন তরুন গবেষককে সার্টিফিকেট ইন অ্যাডভান্সড রিসার্চ মেথডস প্রোগ্রামের আওতায় প্রশিক্ষণ দিয়েছি এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের জ্ঞান ও দক্ষাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই সংখ্যায় আমরা সেন্টারের সেইসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রামের ওপর আলোকপাত করেছি।

আমি আশা করছি নিউজ লেটারের এই সংখ্যাটি আপনাদের কাছে তথ্যবহুল ও আকর্ষনীয় মনে হবে।

ড. দেওয়ান শামসুল আলম
প্রধান গবেষক ও ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
সেন্টার ফর কন্ট্রোল অফ ক্রনিক ডিজিজেস
(সিসিসিডি), আইসিডিডিআর,বি

সিসিসিডি'র ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ও প্রধান গবেষক হিসেবে ডা. দেওয়ান শামসুল আলম এর দায়িত্ব গ্রহণ

ডা. দেওয়ান শামসুল আলম আইসিডিডিআর,বি-র সেন্টার ফর কন্ট্রোল অব ক্রনিক ডিজিজেস (সিসিসিডি)-র ভারপ্রাপ্ত পরিচালক এবং ইউনাইটেড হেলথ/এনএইচএলবিআই এর গ্লোবাল ক্রনিক ডিজিজ ইনিশিয়েটিভ-এর অধীন বাংলাদেশ সেন্টার অব এক্সিলেন্স-এর প্রধান গবেষক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এর আগে তিনি ২০০৯ সাল থেকে আইসিডিডিআর,বি-এর নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ (এনসিডি) বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ডা. আলম একজন চিকিৎসক এবং এপিডেমিওলজি, জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও পোস্ট ডক্টোরাল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।

ডা. আলম সিসিসিডি'র ক্রনিক ডিজিজ এপিডিমিওলজি এন্ড জেনেটিক্স গবেষক দলের সমন্বয়ক। প্রধান গবেষক হিসেবে তিনি হৃদরোগ, শ্বাসতন্ত্র সংক্রান্ত রোগ, ডায়াবেটিস ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ক বিভিন্ন অসংক্রামক রোগের উপর গবেষনা পরিচালনা করছেন। তার গবেষণা কাজের প্রধান ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে বিভিন্ন অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বা বিস্তার নিরূপন, ঝুঁকি চিহ্নিতকরন, স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা ও তার ধারকত্ব এবং স্থানীয় ও জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগের গবেষণা ক্ষেত্রে তিনি অগ্রগামী ভূমিকা রাখছেন।

আইসিডিডিআর,বি-এর একজন অভিজ্ঞ গবেষক হিসেবে ডা. আলম বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে ধারাবাহিকভাবে অর্থায়ন পেয়ে আসছেন। গবেষণা ও শিক্ষা খাতে তিনি একাধিক পুরস্কার অর্জন করেছেন। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সাময়িকীতে তার গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বেশ কয়েকটি সনামধন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সোসাইটির সদস্য।

বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগের ক্রমবর্ধমান হার মোকাবেলায় একটি কার্যকর জনশক্তি তৈরীতে ডা. আলম ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন। তিনি আইসিডিডিআর,বি-র শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের একজন ফ্যাকাল্টি হিসেবে কাজ করছেন। তিনি সিসিসিডি-র সার্টিফিকেট ইন অ্যাডভান্সড রিসার্চ মেথডস (সিএআরএম) প্রোগ্রামের ইপিডিমিওলজি ও বায়োস্ট্যাটিস্টিকস কোর্স প্রণয়ণ করেছন এবং ও এমপিএইচ শিক্ষার্থীদের পড়ান। এর পাশাপাশি, তিনি তার গবেষণা দলের জুনিয়র গবেষক, শিক্ষানবিশ ও স্নাতক শিক্ষার্থীদের গড়ার কাজে অবদান রাখছেন।

দেশ বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নামকরা শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের সথে তার ঘনিষ্ট সংশ্লিষ্টতা ও অংশীদারীত্ব রয়েছে। ■

ডা. দেওয়ান শামসুল আলম

শিশুদের এ্যাজমা: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

এ্যাজমা (হাঁপানি) ফুসফুসের একটি দীর্ঘমেয়াদী রোগ যা সব বয়সে হতে পারে। তবে শিশুদের দীর্ঘমেয়াদী রোগগুলোর মঝে এ্যাজমার হার সবচেয়ে বেশী। হাঁপানির কারণে বারবার হুইজিং (শ্বাস নেওয়ার সময় শোঁ শোঁ শব্দ হওয়া), বুকে চাপ অনুভব, শ্বাসকষ্ট এবং কাশি হয়। এই কাশিটি সাধারনত সকালে বা রাতে হয়ে থাকে। শিশুদের এ্যাজমাকে অনেকক্ষেত্রে শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ ভেবে ভুল করা হয়। সঠিকভাবে নির্ণয় এবং পূর্ণ চিকিৎসা না করা হলে শিশুদের এ্যাজমা যেকারো দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সারাজীবনের জন্য প্রভাবিত করতে পারে, যা তা নিজের ও তার পরিবারের উপর বোঝা হয়ে দাড়ায়।

২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের ২৩৫ মিলিয়ন মানুষ হাঁপানিতে ভুগছে। যদিও হাঁপানি একটি বিশ্বব্যপী সমস্যা কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষনায় দেখা গিয়েছে যে স্বল্প এবং মধ্য আয়ের দেশগুলোতে এই সমস্যাটি বেশি এবং ক্রমবর্ধমান। শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী হাঁপানি জনিত মৃত্যু স্বল্প এবং স্বল্প-মধ্য আয়ের দেশগুলোতে ঘটে থাকে। বাংলাদেশে শিশুদের হাঁপানির হার নির্ণয় করতে খুব অল্প সংখ্যক গবেষণা হয়েছে। আইসিডিডিআর,বি'র একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ৬০ থেকে ৭১ মাস বয়সী শতকরা ১৬.১ ভাগ শিশুদের গত ১২ মাসে শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় শোঁ শোঁ শব্দ ছিল। ঢাকা জেলার গ্রাম ও শহরের বিদ্যালয়গুলোতে পরিচালিত আরেকটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে, ৬-৭ বছরের শিশুদের মধ্যে শ্বাসকষ্টজনিত কারণে শোঁ শোঁ শব্দ হওয়ার হার ৯.১% এবং ১৩-১৪ বছরের শিশুদের মধ্যে এই হার ৬.১%।

বাংলাদেশে হাঁপানির ব্যপকতা নিয়ে প্রথম জাতীয় সমীক্ষায় (এনএপিএস-১৯৯৯) দেখা গেছে মোট জনসংখ্যার ৫% এর বেশি এবং এক থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের ৭.৫% হাঁপানিতে আক্রান্ত। এই প্রতিবেদনে দেখা শহরের পরিবারগুলোর তুলনায় গ্রাম ও মফস্বলের দরিদ্র ও স্বল্প শিক্ষিত পরিবারে এই রোগের ব্যাপকতা বেশি। খুব সম্প্রতি পরিচালিত আরেকটি জরিপেও দেখা গেছে ঢাকা শহরের তুলনায় উপকূলীয় এলাকার শিশুদের মধ্যে হাঁপানির হার ৩% বেশি।

আইসিডিডিআর,বি এর সেন্টার ফর কন্ট্রোল অফ ক্রনিক ডিজিজেস (সিসিসিডি) এর গবেষকগণ 'শৈশবকালীন হাঁপানি'র উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন।

স্পাইরোমেট্রি: ফুসফুসের কার্যকারিতা পরিমাপের পরীক্ষা

বয়স ও ছেলে-মেয়ে ভেদে শৈশবকালীন হাঁপানির হার বের করার উদ্দেশ্যে গবেষনাটিতে শিশুদের স্পাইরোমেট্রি করা হয়। স্পাইরোমেট্রি ফুসফুসের কার্যকারিতা পরিমাপের একটি পরীক্ষা যা শিশুদের হাঁপানি সনাক্তকরণ ও চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে, এশিয়ার দেশগুলোতে চিকিৎসকরা খুব সীমিত পরিসরে স্পাইরোমেট্রি ব্যবহার করে থাকেন।

দেশের গ্রাম এবং শহরাঞ্চলের শিশুদের মধ্যে হাঁপানির হার নির্ধারণে চাঁদপুর জেলার মতলবে ও ঢাকা শহরের কমলাপুরে আইসিডিডিআর,বি'র সার্ভিল্যান্স সাইটে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়। এই গবেষণায় মোট ১০৫৬ জন শিশু অংশগ্রহন করে (৫১১ জন ছেলে এবং ৫৪৫ জন মেয়ে)।

প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গেছে, শিশুদের মাঝে গত ১২ মাসে শ্বাস-প্রশ্বাসে শোঁ শোঁ শব্দ হওয়ার হার ঢাকায় ৭.৩% এবং মতলবে ৫.৭%। পর্যবেক্ষণে আরও দেখা গেছে সমবয়সী শিশুদের মাঝে যাদের হুইজিং (শ্বাস নেওয়ার সময় শোঁ শোঁ শব্দ হওয়া) হয় তাদের ওজন ও উচ্চতা যাদের হয় না তাদের তুলনায় কম। ফুসফুসের কার্যক্ষমতা নির্ণয়ের তিনটি প্রধান মাপকাঠির প্রতিটি পরিমাপই (এফইভি১- ফোর্সড এক্সপিরেটরি ভলিউম ইন ফার্স্ট সেকেন্ড, এফভিসি- ফোর্সড ভাইটাল ক্যাপাসিটি এবং এফইভি১/এফভিসি) হুইজিং না হওয়া শিশুদের তুলনায় হুইজিং হওয়া শিশুদের মধ্যে কম।

হাঁপানির আসল কারণ অজানা, তবে অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী কণা, বসতঘরের অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণকারী বস্তুকনা এবং বাইরের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান হাঁপানির উপসর্গগুলোর কারন হিসেবে স্বীকৃত। যে শিশুর বংশগত হাঁপানির ইতিহাস রয়েছে তার অ্যালার্জি বিষয়ক স্পর্শকাতরতা এবং হাঁপানী হওয়ার ঝুঁকি বেশী। বংশগত যোগসূত্র খুঁজে বের করতে, এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত শিশুদের বাবা-মায়ের একজিমা বা হাঁপানি ছিলো কি-না তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। হুইজিং হওয়া শিশুদের বাবা-মায়ের ক্ষেত্রেই একজিমা বা হাঁপানির পূর্ব ইতিহাস বেশি পাওয়া গেছে। সার্বিকভাবে ৫.১% শিশুর মায়ের হাঁপানি ছিলো এবং ৫.৩% জানিয়েছে তাদের বাবার এ রোগ ছিল। হুইজিং হওয়া শিশুদের ১৩.২% মায়েদের এবং ৮.৮% বাবাদের একজিমা ছিল বলে জানিয়েছেন।

শিশুদের একিউট লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনও (শ্বাসনালীর নিম্নভাগের প্রদাহ)-এ্যাজমা'র একটি ঝুঁকির কারণ। শিশুরা সাধারনত জীবাশ্ম জ্বালানির ধোঁয়ায় থাকা বিভিন্ন ক্ষতিকর উপাদানে সংস্পর্শে আসে যা তাদের শ্বাসতন্ত্রে প্রদাহ ঘটায়। এ ধরনের প্রদাহ থেকে পরবর্তীতে হাঁপানি হতে পারে। সিগারেটের ধোঁয়া, দারিদ্রতা এবং ঘনবসতি শিশুদের হাঁপানিতে আক্রান্ত হওয়ার প্রধান ঝুঁকিগুলোর অন্যতম।

দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় শৈশবকালীন হাঁপানি পরিবার এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর একটি বড় অর্থনৈতিক প্রভাব তৈরি করে। এটা ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী বাধাগ্রস্ত রোগ বা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ- এর ঝুঁকির সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবেও চিহ্নিত হয়েছে যা দুরারোগ্য ও ক্রমবর্ধমান। বাংলাদেশে শৈশবকালীন হাঁপানি সংক্রমণ ও সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করতে আরও গবেষণা দরকার যাতে শিশুদের মধ্যে ক্রমেই বেড়ে যাওয়া হাঁপানি মোকাবিলায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। ■

প্রি-হাইপারটেনশন: বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি

সিস্টোলিক রক্তচাপ ১২০-১৩৯ মিমি মারকারী অথবা ডায়াস্টলিক রক্তচাপ ৮০-৮৯ মিমি অফ মারকারী হলে তাকে প্রি হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপের পূর্বাবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধে জনস্বাস্থ্যমূলক সচেতনতা তৈরীর উদ্দেশ্যে রক্তচাপের এই শ্রেণীটি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রি হাইপারটেনশন হচ্ছে হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপের পূর্ববর্তী অবস্থা এবং এটি হৃদরোগের ঝুঁকির সাথে সম্পৃক্ত। যাদের প্রি হাইপারটেনশন রেয়েছে তাদের হৃদরোগ জনিত অসুস্থতা বা মৃত্যুর ঝুঁকি স্বাভাবিক রক্তচাপধারি ব্যাক্তির চেয়ে বেশি।

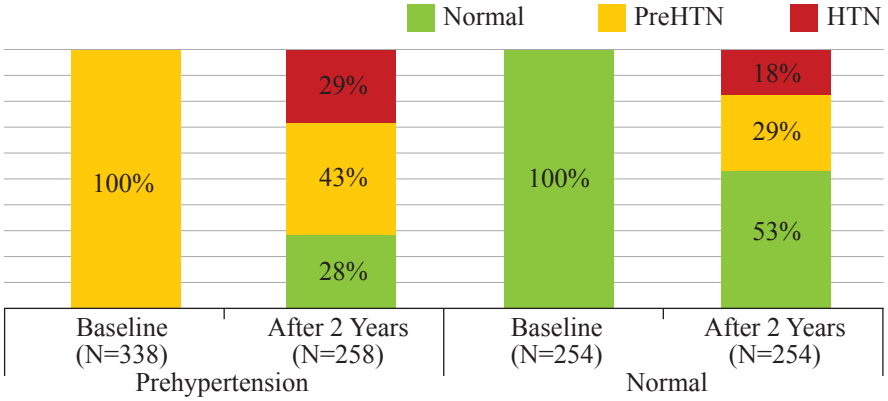

প্রি-হাইপারটেনশন থেকে উচ্চ রক্তচাপে পরিনত হওয়ার হার

বাংলাদেশের জনসংখ্যাতাত্বিক এবং স্বাস্থ্য জরিপ অনুযায়ী ৩৫ বছর বা এর বেশি বয়সের ৩২% মহিলা এবং ১৯% পুরুষ উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত এবং অতিরিক্ত ২৮% মহিলা ও পুরুষ প্রি-হাইপারটেনশন অবস্থায় রয়েছেন। আইসিডিডিআর,বি'র সেন্টার ফর কন্ট্রোল অফ ক্রনিক ডিজিজ বাংলাদেশের শহর (কমলাপুর) ও গ্রামঅঞ্চলে (মতলব) উচ্চ রক্তচাপের উপর একটি গবেষনা পরিচালনা করেছে। এতে দেখা গেছে বাংলাদেশের ২০ বছর বা এর বেশী বয়সীদের মাঝে ১৭% লোকের হাইপারটেনশন রয়েছ এবং অতিরিক্ত আরো ২০% লোক (১৮% মহিলা ও ২৩% পুরুষ) প্রি হাইপারটেনশন অবস্থায় রয়েছেন। গত ২ বছরে ২৯% লোকের রক্তচাপ প্রি হাইপারটেনশন থেকে উচ্চ রক্তচাপে পরিনত হয়েছে যেখানে স্বাভাবিক রক্তচাপ থেকে উচ্চ রক্তচাপ দেখা দিয়েছে ১৮% লোকের।

প্রি হাইপারটেনশন এর এত বেশি প্রাদুর্ভাব এবং দ্রুত উচ্চরক্তচাপে রুপান্তরিত হওয়ার উচ্চ হার উচ্চরক্তচাপের পরিমাণ বাড়িয়ে দিবে এবং স্ট্রোক ও হৃদরোগের মোট সংখ্যার উপর বড় প্রভাব ফেলবে, যা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের অসুস্থতা ও মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রি হাইপারটেনশন এর যথাযথ চিকিৎসা একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ, যার সমাধানে জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। প্রি হাইপারটেনশন থেকে উচ্চরক্তচাপে পরিনত হবার কারণ এবং প্রতিকার সম্পর্কেও মূল্যায়ণ করা প্রয়োজন। ■

বাংলাদেশের ধূমপায়ীদের মাঝে সিওপিডি-র ব্যপকতা

স্পাইরোমেট্রি: ফুসফুসের কার্যকারিতা পরিমাপের পরীক্ষা

ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী বাধাগ্রস্থ রোগ (সিওপিডি) বিশ্বজুড়ে মৃত্যু ও অসুস্থতার একটি অন্যতম প্রধান কারণ। বিশ্বব্যাপী এটি মৃত্যুর ৪র্থ প্রধান কারণ, যা কিনা ২০৩০ সালে মৃত্যুর ৩য় প্রধান কারনে পরিনত হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই প্রতিরোধ এবং চিকিৎসাযোগ্য রোগটি বেশী হয়ে থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সিওপিডি'র প্রাদুর্ভাব শতকরা ৭.১ থেকে ১৭.৯ ভাগ। ধূমপান এ রোগের অন্যতম কারণ এবং শতকরা ১০-১৫ ভাগ ধূমপায়ী এ রোগে আক্রান্ত হয়। বাংলদেশের মানুষ বিশেষ করে পুরুষদের মধ্যে ধূমপান ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ২০১০ সালে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের শতকরা ৫৪.৮ ভাগই ধূমপায়ী। সিওপিডি রোগে আক্রান্ত হওয়ার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি সমূহ হচ্ছে ঘরে বা কর্মস্থলে অন্যের ধূমপানের সংস্পর্শে আসা, জৈব বস্তু (যেমন কাঠ, গোবর ইত্যাদি) পোড়ানোর কারণে বসত-ঘরের আভ্যন্তরীন বায়ুদূষণ, পেশাগত কারণে ধুলাবালি বা রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসা ইত্যাদি। ধূমপায়ীদের মধ্যে এই রোগ নির্নয়ের উদ্দেশ্যে স্ক্রিনিং করা প্রয়োজন আছে কিনা তা বুঝতে এই রোগের হার এবং নির্ধারকগুলো সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ধূমপায়ীদের মধ্যে সিওপিডি'র হওয়ার প্রবনতা অনুসন্ধানের জন্য সিসিসিডি'র তরুন গবেষক ডা. আলী তানভীর সিদ্দিকী একটি গবেষনা প্রকল্পের অনুদান লাভ করেন। ডা. সিদ্দিকী'র গবেষনার সকল ধূমপায়ীদের ডা. দেওয়ান এস.আলম পরিচালিত একটি জনসংখ্যা ভিত্তিক গবেষণা হতে সনাক্ত করা হয়েছিল যেখানে ডা. আলম ৪০ উর্ধ্ব ব্যক্তিদের মধ্যে সিওপিডি'র প্রাদুর্ভাব নিরূপন করেন।

ডা: আলী তানভীর সিদ্দিকী

এই গবেষনায় অংশগ্রহনকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহনের পাশাপাশি ফুসফুসের কার্যকারিতা পরিমাপ (Spirometry) করা হয়। ফুসফুসের কার্যকারিতা পরিমাপ করার জন্য প্রথম সেকেন্ডে নিশ্বাস ছাড়ার পরিমান (FEV1) এবং ফুসফুসের বায়ুধারকত্ব (FVC) পরিমাপ করা হয়। এই দুই পরিমাপের অনুপাত (FEV1/FVC) ৭০ শতাংশ বা তার কম হলে সিওপিডি আছে বলে ধরা হয়।

এই গবেষনায় দেখা গেছে, দুই বছরের ৭.১ শতাংশ ধূমপায়ীর সিওপিডি হয়েছে। সিওপিডি রোগীদের গড় বয়স সুস্থ লোকের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। সিওপিডি রোগীদের গড় FEV1 এবং FVC ছিল যথাক্রমে ১.৮০ লিটার (SD=০.৫৪) এবং ২.৮৪ লিটার (SD=০.৭০)। যারা ধূমপান করে কিন্তু সিওপিডি হয়নি তাদের তুলনায়

সিওপিডি রোগীদের FEV1 এবং FVC উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে কম পাওয়া গেছে (P =.০০০ এবং P =.০০৮ যথাক্রমে)। গবেষনার প্রাথমিক উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সিওপিডি'র রোগ হওয়ার জন্য বয়স, পেশা, আয় এবং শ্বাস জনিত উপসর্গ উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই গবেষনায় বিভিন্ন শ্রেনীর (বর্তমান বা অতীত ধূমপায়ী অথবা কম বা বেশী ধূমপায়ী) ধূমপায়ীদের মাঝে সিওপিডি হওয়ার প্রবনতায় কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়নি। সমন্বয়কৃত উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে কোন ধূমপায়ীর বয়স ষাট বা অধিক হলে অথবা গত ১২ মাসে শ্বাসজনিত উপসর্গ হয়ে থাকলে তার সিওপিডি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ■

বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগের গবেষণায় দক্ষতা তৈরী: সেন্টার ফর কন্ট্রোল অফ ক্রনিক ডিজেজের (সিসিসিডি) গত বারো মাসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহ

বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগের উপর গবেষনায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে সিসিসিডি বিরতিহীন ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত বারো মাসে সিসিসিডি'র কিছু উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষন প্রয়াসগুলো নিচে উল্লেখ করা হল-

রিসার্চ ফেলো তানজিলা তাসকিন ডা: ক্রিস্টিনা রাবাদান ডেল এর নিকট তার পোষ্টার উপস্থাপন করেন

ন্যাশলাল হার্ট লাং এন্ড ব্লাড ইন্সটিটিউট, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ হেল্থ, যুক্তরাষ্ট্র এর অফিস অফ গ্লোবাল হেল্থ এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ড. ক্রিস্টিনা রাবাদান ডেল গত ৩১ শে আগষ্ট ২০১৩ থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত আইসিডিডিআর,বি এর সেন্টার ফর কন্ট্রোল অফ ক্রনিক ডিজিজ (সিসিসিডি) পরিদর্শন করেন। ডা: ক্রিস্টিনা রাবাদান ডেল এর উপস্থিতিতে "সাটিফেকেট ইন এডভান্সড রিসার্চ মেথড (সিএআরএম)" নামক প্রোগ্রামের আওতায় ৬ জন শিক্ষানবীশ তাদের কার্যাক্রম সেন্টারের গবেষকদের সামনে উপস্থাপন করেন। সিএআরএম প্রোগ্রামের আওতায় শিক্ষানবীশগন অসংক্রামক ব্যাধির উপর গবেষনায় সর্বাঙ্গিন প্রশিক্ষন পেয়েছেন এবং প্রত্যেক শিক্ষানবীশ স্বাধীন ভাবে একটি গবেষনা প্রকল্প গঠন করেছেন।

সিসিসিডি এর রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর সাইফুদ্দিন আহম্মেদ ও রিসার্চ আফিসার ডা: তৌহিদুর ইসলাম ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে ভারতের ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত সেন্ট জোনস মেডিকেল কলেজ ও গবেষনা প্রতিষ্ঠান আয়োজিত "হেল্থ রিসার্চ মেথড এন্ড এভিডেন্স বেইস মেডিসিন" নামক, ৬ দিন ব্যাপী একটি আর্ন্তজাতিক

ভারতের বাঙ্গালোরে অবস্থিত সেন্ট জোনস্ মেডিকেল কলেজ ও গবেষনা প্রতিষ্ঠানের প্রফেসর ডেনিস জেভিয়ারের সাথে রিসার্চ ইনভেস্টিগর সাইফুদ্দিন আহমেদ ও রিসার্চ অফিসার ডা: তৌহিদুল ইসলাম

প্রশিক্ষন কর্মশালায় অংশগ্রহন করেন। এই কর্মশালায় এভিডেন্স বেইস মেডিসিনের মূলনীতি এবং সীমাবদ্ধতা, রেনডমাইজ্ড কন্ট্রোল ট্রায়াল, সিস্টেমেটিক রিভিউ এবং মেটাএনালাইসিসএর উপর আলোকপাত করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটিতে সকল অংশগ্রহনকারীরা তাদের সতস্ফুর্ত আলাপচারিতার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, বিভিন্ন দলগত কার্যক্রম, জার্নাল ক্লাব, দলগত প্রকল্প গঠন ও প্রকল্প উপস্থাপনের মাধ্যমে কর্মশালাটির প্রতিপাদ্য বিষয়ে অবাধ জ্ঞান লাভ করেছেন। এ সম্পর্কে সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন যে, এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা তার জ্ঞানের পরিধিকে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তিনি শিখতে পেরেছেন কিভাবে স্বাস্থ্যনীতি পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্যের অভাব চিহ্নিত করা যায়।

সিসিসিডি এর ডিসেমিনেশন ম্যানেজার নাজরাতুন নাইম মোনালিসা, আমেরিকান সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধিদপ্তর আয়েজিত ৩ সপ্তাহ ব্যাপী আর্ন্তজাতিক লিডারশীপ প্রেগ্রামে অংশগ্রহন করেন (২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে ১৪ মার্চ ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত)। ফেডারেল সরকার ব্যবস্থা এবং রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে বিভিন্ন প্রোগ্রাম সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীদের ধারনা দেওয়া লক্ষ্যে প্রোগ্রামটি

সিসিসিডি এর ডিসেমিনেশন ম্যানেজার নাজারাতুন নাইম মোনালিসা

আমেরিকার ৪টি ভিন্ন শহরে আয়োজন করা হয়। এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার ১৬ টি দেশ থেকে আগত অংশগ্রহনকারীরা এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহন করেন ।

ইউ সি এল এ ফিল্ডিং স্কুল অফ পাবলিক হেল্থ এর অধ্যাপক ও সহযোগী অনুষদ প্রধান ডা: যো-ফ্যাং-ঝ্যাং গত ৯ থেকে ১২ মার্চ আইসিডিডিআর,বি এর সিসিসিডি পরিদর্শন করেন এবং " ইন্ট্রোডাকশন টু ক্যান্সার ইপিডেমিওলজি" নামক ৩ দিন ব্যাপি একটি প্রশিক্ষন কর্মশালা পরিচালনা করেন। তিনি

প্রফেসর যো-ফ্যাং-ঝ্যাং ও ডা: দেওয়ান এস আলম ইন্ট্রোডাকশন টু ক্যান্সার ইপিজেমিওলজি কোর্সে অংশগ্রহনকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরন করেন

ক্যান্সারের প্রধান কারণ (ধুমপান, সংক্রমন, পুষ্টি), কারসিনোজেনেসিস, প্রিমেলিগন্যান্ট লেশন, ক্যান্সারের আর্ন্তজাতিক বিস্তার সহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন। আইসিডিডিআর,বি এবং ইউনির্ভাসিটি রিসার্চ বাংলাদেশ থেকে আগত ৩০ জন গবেষক এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহন করেন।

সিসিসিডি এর অর্থায়নে আইসিডিডিআর,বিতে গত মে মাসে চারটি পর্যায়ে ২দিন ব্যাপী "সায়েন্টিক প্রোগ্রাম মেনেজমেন্ট" শির্ষক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েস্ট্যাট, আমেরিকা এর উপ-সভাপতি ও সহযোগী পরিচালক বারবারা ড্রাইভার এবং সহযোগী পরিচালক ক্যারেন মার্টিয়ার প্রশিক্ষন কর্মশালাটি পরিচালনা করেন। আইসিডিডিআর,বি এর ১০টি সেন্টার থেকে আগত গবেষক এবং প্রকল্প ম্যানেজার সহ ২৫৬ জন এ প্রশিক্ষন কর্মশালায় অংশগ্রহন করেন। এই কোর্সের মূল লক্ষ্য ছিলো দক্ষভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক

প্রকল্প সম্পাদনের জন্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রারম্ভিক ধারণা ও বাস্তবমুখী সমাধান সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো। প্রশিক্ষন কর্মশালাটির আয়োজক ছিলেন আইসিডিডিআর,বি এর চিফ অপারেটিং অফিসারের অফিস এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন আইসিডিডিআর,বি এর ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট অফিস।

সায়েন্টিফিক প্রোগ্রাম মেনেজমেন্ট প্রশিক্ষন কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের একাংশ

সিসিসিডি এর রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর ডা: ইসমাইল ইব্রাহিম ফকির গত ২৫শে মে ২০১৪ থেকে ৫ ই জুন ২০১৪ ভারতের কার্নাটাকাতে অনুষ্ঠিত ৪৬তম আর্ন্তজাতিক "টেন ডে টিচিং সেমিনার অন কার্ডিওভাস্কুলার ইপিডেমিওলজি এন্ড প্রিভেনশন" নামক সেমিনারে অংশগ্রহন করেন। ইন্টারনেশনাল সোসাইটি ফর কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ ইপিডেমিওলজি এন্ড প্রিভেনশন এর পৃষ্ঠপোষকতায় এই সেমিনারের যৌথ আয়োজক ছিলেন সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল ইন্ডিয়া এবং পাবলিক হেল্থ ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়া। ২২টি দেশ থেকে আগত ৪৮জন শিক্ষানবিশ এবং অনুষদগন এ সেমিনারে অংশগ্রহন করেন। এই সেমিনারে সারা বিশ্বে হৃদরোগ প্রতিরোধে পেশাগত দক্ষতা তৈরির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সেই সাথে এ রোগের প্রকোপতা মোকাবেলা করতে ইপিডেমিওলজিক গবেষনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ডা: ফকির বলেন, এ সেমিনার থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা বাংলাদেশে হৃদরোগ বিষয়ক গবেষনায় তার জ্ঞানের পরিধিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। ■

ডা: ইসমাইল ইব্রাহিম ফকির

জিওহেলথ নেটওয়ার্কের সদস্যদের বৈঠক

আইসিডিডিআর,বি এর সেন্টার ফর কন্ট্রোল অব ক্রনিক ডিজিজেস (সিসিসিডি) ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে জিওহেলথ নেটওয়ার্কের সদস্যদের সঙ্গে একটি বৈঠকের আয়োজন করে। আইসিডিডিআর,বি এর ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. আব্বাস ভুঁইয়া এই বৈঠকের উদ্বোধন করেন।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলথ স্টাডিজ, মেডিসিন অ্যান্ড হিউম্যান জেনেটিকস বিভাগের লুইস ব্লক অধ্যাপক এবং প্রকল্পের প্রধান গবেষক ড. হাবিবুল আহসান, এবং সিসিসিডির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ড. দেওয়ান শামসুল আলম এই কনসোর্টিয়ামের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে নেটওয়ার্কের সদস্যদের অবহিত করেন। অংশগ্রহণকারী গবেষকেগণ সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে পরবর্তী পরীক্ষামূলক জরিপ নিয়ে আলোচনা করেন এবং সম্ভাব্য কয়েকটি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নির্ধারণ করেন। কনসোর্টিয়াম-এর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হলো বসতঘরের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বায়ুদূষণ, পানিদূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, আইসিডিডিআর,বি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, নিপসম, ওয়াটারএইড, ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন এবং নেচার কনজারভেশন ম্যানেজমেন্টের গবেষক ও শিক্ষকবৃন্দ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ■

সিসিসিডি এর গবেষকগন যুক্তরাষ্ট্রের বেথেসডায় অনুষ্ঠিত ৯ম সেমি এ্যানুয়াল গ্লোবাল হেলথ্ সেন্টার অব একসেলেন্স স্টিয়ারিং কমিটি মিটিং ২০১৪ তে তাদের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন

সিসিসিডি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ও এ নিউজলেটারের ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া জানাতে যোগাযোগ করুন:

সেন্টার ফর কন্ট্রোল অফ ক্রনিক ডিজিজেস
আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০২৯৮৪০৫২৩-৩২, এক্সটেনশন: ২৫৩৯
ই-মেইল: cccdb@icddrb.org
ওয়েবসাইট: www.icddrb.org/chronicdisease

ডা. দেওয়ান শামসুল আলম
প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালক
সেন্টার ফর কন্ট্রোল অফ ক্রনিক ডিজিজেস
dsalam@icddrb.org

মুহাম্মদ আশেক হায়দার চৌধুরী
সিনিয়র রিসার্চ ইনভেষ্টিগেটর
সেন্টার ফর কন্ট্রোল অব ক্রনিক ডিজিজেস (সিসিসিডি)
asheq.haider@icddrb.org

ডিজাইন ও পেইজ লে-আউট: মোহাম্মদ ইনামুল শাহরিয়ার, কমিউনিকেশন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, আইসিডিডিআর,বি
মুদ্রণে: প্রিন্টলিংক প্রিন্টার্স